মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অক্টোবর ২০১৯ মাসের কার্যাবলি সম্পর্কিত প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ**

প্রতিবেদনাধীন মাসের নাম: **অক্টোবর ২০১৯** প্রতিবেদন প্রস্তুতের তারিখ: **১৩ নভেম্বর ২০১৯**

(১) প্রশাসনিক:

ক. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ: **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ**	৩৮৫	২৭৮	১০৭
অধিদপ্তর/সংস্থা/সংযুক্ত অফিস: **দুর্নীতি দমন কমিশন**	২,১৪৬	৮৫৯	১,২৪১
মোট	২,৫৩১	১,১৩৭	১,৩৪৮

ক. ২ শূন্যপদের বিন্যাস

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	অতিরিক্ত সচিব/ তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ (যেমন ডিসি, এসপি)	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	-	২৪	৩১	২৮	২৪	১০৭
দুর্নীতি দমন কমিশন	-	-	৩৭৪	৩২৬	৩৪৫	১৯৬	১,২৪১*
মোট	-	-	৩৯৮	৩৫৭	৩৭৩	২২০	১,৩৪৮

* সুপারনিউমারারি পদ ব্যতীত।

ক. ৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ শূন্য থাকলে তার তালিকা: প্রযোজ্য নয়।

ক. ৪ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	প্রতিবেদনাধীন মাসে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	-	-	১	-	-	
দুর্নীতি দমন কমিশন	-	-	-	-	-	-	

ক.৫ শূন্যপদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা: নেই।

খ. ১ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে-বিদেশে)

	মন্ত্রী		প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী		মন্ত্রিপরিষদ সচিব		মন্তব্য
	দেশে	বিদেশে	দেশে	বিদেশে	দেশে	বিদেশে	
ভ্রমণ/পরিদর্শন (দিন)	-	-	-	-	২	-	মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয় ১৫-১৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ কক্সবাজার জেলা সফর করেন।
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন (দিন)	-	-	-	-	-	-	
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ (দিন)	-	-	-	-	-	-	

খ.২ উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা: নাই।

(২) আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক : প্রযোজ্য নয়।

(৩) অর্থনৈতিক : প্রযোজ্য নয়।

(৪) উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত:

ক. উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত প্রকল্পের নাম:

প্রকল্পের নাম	বর্তমান অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ (কোটি টাকায়) ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন মাসে নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়ে থাকলে তার তালিকা	প্রতিবেদনাধীন মাসে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
Social Security Policy Support (SSPS) Programme	ডিপিএ: ৩৩৩.০০ জিওবি: ২.০০ মোট: ৩৩৫.০০	১১৯.৮৪ (৩৫.৭৭ শতাংশ)	-	-	-
Support to the Central Management Committee's (CMC) Policy Guidance on Child Component of the NSSS	ডিপিএ: ২২০.০০ জিওবি: ৬৩.০০ মোটঃ ২৮৩.০০	৫৬.৭৬ (২০.০৫ শতাংশ)	-	-	-
Promoting Nutition Sensitive Social Security	ডিপিএ: ২৮৯.০০ জিওবি: ৮.০০ মোটঃ ২৯৭.০০	২৮.৫৪ (৯.৬০ শতাংশ)	-	-	-

খ. প্রকল্পের অবস্থা সংক্রান্ত :

প্রতিবেদনাধীন মাসে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন মাসে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন মাসে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসাবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো	দু'মাসের মধ্যে উদ্বোধন করা হবে এমন সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা
-	-	-	-

(৫) উৎপাদন বিষয়ক : প্রযোজ্য নয়।

(৬) প্রধান প্রধান সেক্টর কর্পোরেশনসমূহের লাভ/লোকসান: প্রযোজ্য নয়।

(৭) অডিট আপত্তি

ক. অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য

মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	অডিট আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	জের	মন্তব্য
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১৪টি	০.৩৯৫	-	-	৭টি	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিরীক্ষাকার্য ৩০ জুন/২০১৮ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়। উক্ত নিরীক্ষায় ০৭টি অডিট আপত্তি দেওয়া হয়। আপত্তিগুলোর মধ্যে ০১টি আপত্তিতে ১৬,৫৬১ টাকা ভ্যাট ও আয়কর কম কর্তন করা হয় মর্মে উল্লেখ করা হয়। অবশিষ্ট ০৬টি আপত্তি পর্যবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট। এছাড়া ০৭টি অডিট আপত্তি সংক্রান্ত একটি মামলা রয়েছে (মামলা নম্বর ৭/২০০০), যা ঢাকার ৪র্থ সহকারী জজ আদালতে বিচারাধীন।
বিলুপ্ত বিভাগীয় উন্নয়ন বোর্ড ও বিলুপ্ত উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চল উন্নয়ন বোর্ড	১০টি	২২৮.৩৭	-	-	১০টি	অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ, ২০১৫ অনুযায়ী আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।
দুর্নীতি দমন কমিশন	০৪টি	৬৮৬.৭৭	০৪	-	০৪টি	-
মোট	**২৮টি**	**৯১৫.৫৩৫**	**০৪**	**-**	**২১টি**	**-**

খ. অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সে-সব কেইসের তালিকা: **নেই।**

(৮) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলা (প্রতিবেদনাধীন মাসের ১ তারিখে)	প্রতিবেদনাধীন মাসে শুরু হওয়া মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন মাসে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা			অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	বর্তমান অর্থবছরে মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা
		চাকরিচ্যুতি /বরখাস্ত	অন্যান্য দণ্ড	অব্যাহতি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
*মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-০৩	-	-	-	-	৩	-
দুর্নীতি দমন কমিশন-২৫	-	১	-	১	২৩	৬
মোট= ২৮	-	১	-	১	২৬	৬

*** প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল/প্রশাসনিক আপিলেট ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলার সকল নথি আইন-১ শাখায় স্থানান্তর করা হয়েছে।**

(৯) মানবসম্পদ উন্নয়ন

ক. প্রতিবেদনাধীন মাসে সমাপ্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি:

মন্ত্রণালয়/ সংস্থা	ক্রম	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	উদ্যোগী সংস্থা/ এজেন্সির নাম	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১।	'Public Private Partnership Canada experience' শীর্ষক শর্ট ভিজিট প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ স্থান: কানাডা	২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে ০১ অক্টোবর ২০১৯	ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অফ দি কেবিনেট ডিভিশন এন্ড ফিল্ড এডমিনিস্ট্রেশন প্রকল্প, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	**দুইজন** অতিরিক্ত সচিব
	২।	'১৯তম পলিসি প্ল্যানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট কোর্সে' অংশগ্রহণ স্থান: সাভার	২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে ১০ অক্টোবর ২০১৯	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	**দুইজন** অতিরিক্ত সচিব
	৩।	'৯১তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সে' অংশগ্রহণ স্থান: সাভার	০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে ৩১ অক্টোবর ২০১৯	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	**একজন** যুগ্মসচিব
	৪।	'Policy Analysis Course: Singapore Component' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ স্থান: সিঙ্গাপুর	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে ১১ অক্টোবর ২০১৯	অর্থ বিভাগ	**একজন** উপসচিব
	৫।	'Citizen Charter (CC) Implementation Procedure, Development of CC Comparing other best practice Country To Ensure Good Governance' শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ স্থান: অস্ট্রেলিয়া	২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে ০৬ অক্টোবর ২০১৯	ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অফ দি কেবিনেট ডিভিশন এন্ড ফিল্ড এডমিনিস্ট্রেশন প্রকল্প, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	**পাঁচজন** উপসচিব-৩ জন সিনিয়র সহকারী সচিব-২ জন

দুর্নীতি দমন কমিশন	৬।	Promoting Intergrity in Public Sector: Corruption Risks Assesment and Management Methodology	০৭-০৯ অক্টোবর ২০১৯	UNDOC	**একুশ জন**
	৭।	দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে অনুসন্ধান ও তদন্ত পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, ২০১৯	২০-২৪ অক্টোবর ২০১৯	দুর্নীতি দমন কমিশন	**সাতাইশ** জন
	৮।	ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্ম এবং টার্গেট প্রোফাইলিং ব্যবহারে দক্ষতা অর্জনের নিমিত্ত আয়োজিত প্রশিক্ষণ	২৭-৩১ অক্টোবর ২০১৯	ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (NTMC)	**পাঁচ জন**

খ. মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরে কোন ইন্-হাউস প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার তার বর্ণনা: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য ২০১৯-২০ অর্থবছরের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (বাৎসরিক ৬০ ঘণ্টা) চলমান।

গ. প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা: নেই।

ঘ. মন্ত্রণালয়ে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT)-এর ব্যবস্থা আছে কি না; না থাকলে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি না: প্রযোজ্য নয়।

ঙ. প্রতিবেদনাধীন মাসে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা: ০৮ জন।

(১০) উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/সমস্যা-সংকট:

ক. প্রতিবেদনাধীন মাসে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণীত হয়ে থাকলে তার তালিকা:

খ. প্রতিবেদনাধীন মাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

(১) মন্ত্রিসভা-বৈঠক তিনটি, সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির-সভা তিনটি, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির-সভা দুইটি, জেলা সদরে কোর ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স সভা একটি এবং মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সম্পর্কিত ছয়টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(২) মন্ত্রিসভা-বৈঠকে ৩৩টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২২টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়। ১১টি সিদ্ধান্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সম্পর্কিত ত্রৈ-মাসিক প্রতিবেন মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করা হয়।

(৩) ২৭ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ২২টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (৪) অক্টোবর ২০১৯ মাসে জেলাপ্রশাসক সম্মেলন ২০১৯-এর স্বল্পমেয়াদি ০২টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়।

(৫) বিভাগীয় কমিশনার ও মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় ও অক্টোবর প্রথম পক্ষের পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত দু'টি সারসংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে উপস্থাপন করা হয়।

(৬) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ০৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে সরকারি সফরে নয়াদিল্লী, ভারতের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রস্থানকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাষ্ট্রাচারের দায়িত্ব পালন করা হয়।

(৭) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি সরকারি সফরে ২০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে জাপান ও সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রস্থান ও প্রত্যাবর্তনকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাষ্ট্রাচারের দায়িত্ব পালন করা হয়।

(৮) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮তম ন্যাম শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষ্যে ২৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে সরকারি সফরে বাকু, আজারবাইজানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রস্থানকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাষ্ট্রাচারের দায়িত্ব পালন করা হয়।

(৯) দীর্ঘতম মেয়াদে দেশ পরিচালনায় বিশ্বের খ্যাতিসম্পন্ন শীর্ষ নারী সরকার-প্রধানের তালিকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান আরও উন্নত ও সুসংহত হয়। এতে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মন্ত্রিসভার ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের ৩১৩ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১০) ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯' অর্জনের মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মন্ত্রিসভার ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের ৩১৪ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১১) শিশুদের সমন্বিত টিকাদান কর্মসূচিতে বাংলাদেশের অনন্য সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে খ্যাতিমান আন্তর্জাতিক সংস্থা Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) কর্তৃক 'ভ্যাকসিন হিরো' সম্মাননায় ভূষিত হওয়ায় মন্ত্রিসভার ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের ৩১৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১২) ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে বাংলাদেশের অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ শিশু তহবিল ইউনিসেফ কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মর্যাদাপূর্ণ 'চ্যাম্পিয়ন অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড' পুরস্কার দেওয়া হয়। মর্যাদাপূর্ণ এই অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মন্ত্রিসভার ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের ৩১৬ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১৩) ৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক শান্তিপ্রতিষ্ঠায় অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারতের কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মর্যাদাপূর্ণ 'টেগোর পিস অ্যাওয়ার্ড' এই পুরস্কার দেওয়া হয়। মর্যাদাপূর্ণ এই অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মন্ত্রিসভার ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের ৩১৭ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১৪) বাংলাদেশ সরকারের নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অটিজম বিশেষজ্ঞ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা প্যানেলের সদস্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্যা কন্যা মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন বৈশ্বিক মানসিক স্বাস্থ্যে উদ্ভাবনী নারী নেতৃত্বের ১০০ জনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হন। এ বিরল সম্মান আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান ও ভাবমূর্তি আরও গৌরবময়, সুসংহত ও উজ্জ্বল করায় মন্ত্রিসভার ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের ৩১৮ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১৫) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুজা শেখ রেহানার কন্যা মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক লন্ডনের স্বনামধন্য সংবাদপত্র 'ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড' কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৯ সালে যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী রাজনীতিবিদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হন। মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক লন্ডনের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনীতিবিদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্মানজনক অবস্থান আরও উন্নত ও সুসংহত হয়। ফলে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মন্ত্রিসভার ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের ৩১৯ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১৬) ঢাকা মহানগরীর সকল ওভারব্রিজ এবং উড়াল সড়কসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় পর্যাপ্ত আলো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়; সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৭) 'বিদেশি কর্মী শনাক্তে গতি নেই টাস্কফোর্সের' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৮) মানিকগঞ্জ জেলায় বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক ফেরিতে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় এবং উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে চাঁদা দাবির অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৯) 'বেপরোয়া ডিআইজি প্রিজনের ঘুষ-কাণ্ড, স্ত্রী কুরিয়ার সার্ভিসে নেন কোটি কোটি টাকা' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(২০) দুর্নীতি দমন কমিশন হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী অক্টোবর ২০১৯ মাসে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মামলায় ০৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। এ ছাড়া এক জনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় এবং ৫৭ জনের বিষয়ে অনুসন্ধানে নথিভুক্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। উপরোল্লিখিত বিষয়ে অবগত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(২১) দুর্নীতি দমন কমিশনে একজন কর্মকর্তাকে সহকারী পরিচালক পদে প্রেষণে যোগদানের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়।

(২২) বিভিন্ন আইনে দুইজন কর্মকর্তাকে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট-এর ক্ষমতা এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা/ডেপুটি কমিশনারের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

(২৩) অক্টোবর ২০১৯ মাসে মাঠ প্রশাসনে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১০ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া যায়। পূর্বে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের মধ্যে ০৫টি অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত না হওয়ায় নথিজাত করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে দেওয়া হয় এবং ০২টি অভিযোগ অধিশাখায় নথিজাত করা হয়। এছাড়া ০৩টি অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে তদন্তে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা থাকায় তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে দেওয়া হয়।

(২৪) বিশ্ব শিশু দিবস, ২০১৯ ও শিশু অধিকার সপ্তাহ এবং জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উদ্‌যাপনের জন্য সকল জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে পত্র প্রেরণ করা হয়।

(২৫) উৎস কর কর্তন মনিটরিং টাস্কফোর্সকে অডিট পরিচালনার লক্ষ্যে সহায়তা প্রদানের জন্য সকল জেলা প্রশাসককে পত্র প্রেরণ করা হয়।

(২৬) কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম তদারকির জন্য সকল জেলা প্রশসাক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে পত্র প্রেরণ করা হয়।

(২৭) সরকারি চাকরিতে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার অংশ হিসেবে মাদকাসক্ত নির্ধারক পরীক্ষার (ডোপ টেস্ট) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

(২৮) চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম মনিটরিং সংক্রান্ত কমিটি পুনর্গঠন করে সংশ্লিষ্টদের পত্র প্রেরণ করা হয়।

(২৯) বিজয় ফুল প্রতিযোগিতা-২০১৮-এর পুরস্কার বিতরণ এবং বিজয় ফুল প্রতিযোগিতা, ২০১৯-এর বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৩০) মা-ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান, ২০১৯ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৩১) আসন্ন জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা-২০১৯ ও প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা-২০১৯ সুষ্ঠু, নকলমুক্ত ও ইতিবাচক পরিবেশে সম্পন্নের লক্ষ্যে সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৩২) মুজিব বর্ষকে সামনে রেখে পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' কার্যক্রমের বিস্তারিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৩৩) নাটোরস্থ উত্তরা গণভবন সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রথম কোয়ার্টারের বকেয়াসহ দ্বিতীয় কোয়ার্টারের (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯) জন্য ১৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে মোট ১৬ লক্ষ টাকার সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হয়।

(৩৪) মন্ত্রণালয়/বিভাগে ব্যবহৃত সরকারের বিভিন্ন পদনাম ও পদবিসমূহের বিধি বহির্ভূত ব্যবহার সংক্রান্ত পরিপত্র ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ জারি করা হয়।

(৩৫) সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য টাস্কফোর্স গঠন করা হয়।

(৩৬) ১৭ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

(৩৭) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিষয়ক (এপিএএমএস) সফটওয়্যার-এর ট্রেনিং ভার্সন তৈরি ও হোস্টিং করা হয়।

(৩৮) স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় করা হয়।

(৩৯) ১৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে উপপরিচালক (স্থানীয় সরকার)গণের অংশগ্রহণে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

(৪০) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার স্বমূল্যায়িত প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত কর্মশালা সচিব, (সমন্বয় ও সংস্কার)-এর সভাপতিত্বে ১৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

(৪১) ১০ অক্টোরব ২০১৯ তারিখ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ভিত্তিতে জনাব আশরাফুল হক কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে চাহিত তথ্য প্রদান করা হয়।

(৪২) ১৬ অক্টোরব ২০১৯ তারিখ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ রিফ্রেশার্স কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।

(৪৩) ৩০ অক্টোরব ২০১৯ তারিখ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ভিত্তিতে জনাব মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে চাহিত তথ্য প্রদান করা হয়।

(৪৪) ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)প্রণয়ন করে প্রতিবেদন ও সারসংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করা হয়।

(৪৫) Technical Assistance to Support Social Security Reforms (TA SSSR) in Bangladesh শীর্ষক কার্যক্রমের আওতায় ৬-৭ অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে অফ-সাইট কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

গ. আগামী (নভেম্বর-ডিসেম্বর) দুই মাসে সম্পাদ্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজের তালিকা:

(১) মন্ত্রিসভা-বৈঠক অনুষ্ঠান।

(২) মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠান।

(৩) তথ্য অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত পেপার কাটিং-এর ওপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৪) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভা অনুষ্ঠান।

(৫) অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভা অনুষ্ঠান।

(৬) জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভা অনুষ্ঠান।

(৭) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভা অনুষ্ঠান।

(৮) মন্ত্রিসভা কমিটি/পরিষদ/কমিশন/অন্যান্য কমিটি গঠন/পুনর্গঠন।

(৯) জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির ১৯২তম সভা এবং উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভা অনুষ্ঠান।

(১০) নিকার-এর ১১৭তম সভা অনুষ্ঠান।

(মুহাম্মদ আসাদুল হক)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫৭৪৪৯
e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd